JAN. 04 2002

দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় গ্রন্থবর্ষ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১ জানুয়ারী ঢাকা বইমেলা উদ্বোধনকালে ২০০২ সালকে 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ' ঘোষণা করেন। সারাবছর গ্রন্থাগার ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নানা কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে গোটা দেশজুড়ে বইয়ের প্রচার-প্রসার, ব্যবহার ও মননশীলতা চর্চার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রী সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও মননশীলতা বিকাশের সিঁড়ি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে বই। বইয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী নতুন বছরের প্রতিটি উৎসবে প্রিয়জনকে বই উপহার দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। মননচর্চা প্রধান মাধ্যম নয়; বরং এখনও একমাত্র মাধ্যম বই। আর এ কারণেই বই প্রকাশ, বইয়ের প্রচার-বণ্টন ও পঠন-পাঠন যে দেশে যত বেশী সেদেশে মননশীলতার তত বেশী উৎকর্ষ ঘটে। মননচর্চা জাতির অস্তিত্বের প্রাণশক্তি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে বলেই জাতির মর্যাদাবান অস্তিত্বের স্বার্থে এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এক্ষেত্রে এদেশে খুব আশাব্যঞ্জক কোনো উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষণীয় হয়নি বলেই বই প্রকাশনার মানোন্নয়ন, বইয়ের প্রচার-বণ্টনের সুষ্ঠু অবকাঠামো, গ্রন্থাগারের বিকাশ এবং পঠন-পাঠনকে ব্যাপক ও প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম অগ্রগতিও ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এক্ষেত্রে আমাদের দেশের চিত্র যে খুব বেশী আশাব্যঞ্জক নয়, তা উল্লেখ করে চলতি সালকে 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা ছাড়াও বেশ কিছু বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। গ্রন্থ উন্নয়নের সাথে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয়টি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত– একথা উল্লেখ করে তিনি এক্ষেত্রে সরকারের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে একটি লাইব্রেরী কমিশন গঠন এবং জাতীয় গ্রন্থনীতির সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে বিএনপি সরকারের আমলে বই ও পাঠাগার আন্দোলনের নানা সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, দুই দশক আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রতিটি থানায় একটি মিলনায়তন ও পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। প্রথম পর্যায়ে ১০০টি থানায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮০-৮১ সালে যে প্রকল্প গৃহীত হয় তা ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা বলতে চাই, সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকল্পটি পুনরায় শুরু করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারকে সার্বক্ষণিক পরামর্শদানের জন্য যে 'লাইব্রেরী কমিশন' গঠন এবং জাতীয় গ্রন্থনীতির সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা বলেছেন, তা উল্লেখিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গ্রন্থ প্রকাশনার উৎকর্ষ সাধন তথা প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বইয়ের বিপণন ও বিক্রয় সুবিধা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি থানায় একটি করে গণগ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকাশিত বই বিক্রয়ের যেমন নিশ্চয়তা থাকবে, তেমনি পাঠকদের হাতেও পৌঁছে যাবে প্রতিটি নতুন বই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, গত সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কয়েকশ' কোটি টাকার বই ক্রয়ের ব্যাপারে যে অনিয়ম-দুর্নীতি ও চরম দলীয়করণের ঘটনা নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, সেই তিক্ত, দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনো প্রকল্পের বই ক্রয় প্রক্রিয়াকে মুক্ত রাখা অপরিহার্য। এটা করতে হবে প্রকাশনা শিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে এবং সত্যিকার জাতীয় চেতনাসম্পন্ন বই পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে আপোষের বা শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। কেননা, জাতীয় অস্তিত্বের প্রাণশক্তি যে মননশীলতা, তার উৎকর্ষ সাধনই দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। পরিশেষে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী যে লাইব্রেরী কমিশন গঠন ও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা বলেছেন এবং ইতিপূর্বে বিএনপি আমলে গৃহীত প্রতি থানায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন, এসব গঠন ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করা গেলে দেশে এক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। আর এসব উদ্যোগ শুরু করার জন্য যে জাতীয় গ্রন্থবর্ষকে বেছে নেয়াই হবে সব দিকের বিবেচনায় উত্তম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।